Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 60
October-December, 2019

অলঙ্কারের জন্য অঙ্গচ্ছেদন : ইসলামী শরীআহ'র আলোকে একটি পর্যালোচনা

Body Piercing for Ornaments: An analysis in the Light of Islamic Shariah

Abdullah Jobair*

ABSTRACT

Islamic Shariah postulates that Allah is beautiful and He loves beauty. He has created human being with inborn fascination towards beauty. Considering this inclination Islam does not deny this human desire of beautifying one's body. Since time immemorial men and women have been wearing different types of ornaments as a part of increasing beauty. Body piercing is required to wear several types of ornaments. For decades women have been piercing different parts of their body including nose, ear to wear oranments. Contemporary society is also witnessing the practice of wearing oranments by male in different parts of the world and this tendency is gradually increasing. Given this backdrop a scrupulous research is highly needed to elucidate the relevant rulings of Islamic Sharia regarding body piercing specially for wearing ornaments. Comprehending the crucial significance of this issue in the milieu of contemporary society this article has endeavoured to enumerate different terminologies regarding body piercing (to wear ornaments), various types of body piercing, its historical background, differences of opinions among the Islamic jurists (fuqaha) regarding body piercing by men and women, superstitions relating to body piercing etc. Moreover, the author has painstakingly advanced a bunch of recommendations to facilitate individual to evade prohibited matters regarding body piercing. Relying on descriptive and deductive method this research has critically revisited the writings and verdict of classical and modern jurists. This article has attempted to demonstrate that it is lawful to pierce the nose and ear of women for wearing ornaments. However, body piercing for this purpose is not mandatory under Islamic Shariah and this act is not tantamount to body distortion. Most importantly, excepting nose and ear women are not allowed to pierce other parts of their body. Islamic Sharia, as the author submits, has absolutely proscribed men to pierce different parts of their body including nose and ear.

Keywords: ornaments, fashion, beautification, body piercing, sharia.

* Abdullah Jobair is a Teacher of Islamic Studies in Birshreshtha Noor Mohammad Public College, Dhaka; email: jobairabdullahbayan@gmail.com

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তাআলা নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। মানুষকে তিনি সৌন্দর্যের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণসহ সৃষ্টি করেছেন। এজন্য ইসলাম ও মানুষের নিজের শরীরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার যে চাহিদা আছে, সেটিকে অস্বীকার করে না। প্রাচীন কাল থেকেই নারী-পুরুষ সৌন্দর্যবর্ধনের অংশ হিসেবে নানা ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করে আসছে। কিছু অলঙ্কার পরার জন্য অঙ্গচ্ছেদন করার প্রয়োজন পড়ে। নারীরা যুগ যুগ ধরে কান, নাকসহ শরীরের নানা অঙ্গ ছিদ্র করে অলঙ্কার পরিধান করে আসছে; বর্তমানে কোথাও কোথাও পুরুষদের মধ্যেও এ প্রচলন লক্ষ্য করা যায় এবং এ প্রবণতা দিনদিন বেড়েই চলছে। তাই অঙ্গচ্ছেদন সম্পর্কে শরীআহ'র বিধি-বিধান সম্যক ধারণা লাভ করা খুবই জরুরী। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে অলঙ্কার পরিধানের জন্য অঙ্গচ্ছেদন সম্পর্কিত পরিভাষাসমূহ, অঙ্গছেদনের বিভিন্ন ধরন ও ইতিহাস, নারী ও পুরুষভেদে অঙ্গচ্ছেদন সম্পর্কে ফকিহগণের মতপার্থক্য, অঙ্গচ্ছেদন সম্পর্কিত কুসংস্কার ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। একইসাথে অঙ্গচ্ছেদনের ক্ষেত্রে শরীআহতে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো এড়াতে কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (Descriptive Method) ও অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method) অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগের আলিমগণের লেখার সাথে সাথে আধুনিক যুগের আলিমগণের লেখা গ্রন্থ ও ফতোয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, নারীদের নাক-কান ছিদ্র করা জায়েয। ইসলামে এটা বাধ্যতামূলক নয়, শরীর বিকৃতির আওতাভুক্তও নয়। অবশ্য তাদের জন্য অন্যান্য অঙ্গ ছিদ্র করার অনুমতি নেই। পুরুষদের ক্ষেত্রে নাক-কান ছিদ্র করা শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ।

মূলশব্দ: অলঙ্কার, ফ্যাশন, রূপচর্চা, অঙ্গচ্ছেদন, শরীআহ।

ভূমিকা

অলঙ্কার পরিধানের জন্য বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিদ্র করা বহুকাল ধরে প্রচলিত। ভৌগোলিক ও জাতিগত ভিন্নতার আলোকে অঙ্গ ছিদ্র করা ও অলঙ্কার পরার ধরন ভিন্ন ভিন্ন ছিল এবং এখনও তা আছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও নারীদের অলঙ্কার পরিধানের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেসব অলঙ্কারের ডিজাইন, আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন আসলেও অলঙ্কার পরিধানের রীতির কোনো পরিবর্তন আসেনি। মুসলিম সমাজে নারীগণ এখনও অলঙ্কার পরিধানের জন্য সাধারণত নাক ও কান ছিদ্র করে থাকেন। অন্যদিকে ভিন্ন ধর্মের সমাজে নাক-কান ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিদ্র করার প্রচলন রয়েছে। এমনকি সেসব সমাজের পুরুষরাও সৌন্দর্যচর্চার অংশ হিসেবে নাক-কান ছিদ্র করে থাকেন। তাদের দেখাদেখি বর্তমানে মুসলিম নারী-পুরুষদের মাঝেও এ প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা জানা না

থাকলে অজ্ঞাতসারে আল্লাহর অবাধ্যতায় জড়িয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এ বিষয়ে শরীআহ'র বিধান অবগত হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া নারীদের জন্য রূপচর্চা তাদের স্বাভাবিক জীবনাচারেরই অংশ। এ বিষয়ে শরীআহ'র সীমারেখা জানা না থাকলে কোনটি স্বাভাবিক ও রুচিসম্মত রূপচর্চা আর কোনটি অঙ্গবিকৃতি ও বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ- উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। অলঙ্কারের জন্য অঙ্গচ্ছেদন আপাতদৃষ্টিতে একটি ক্ষুদ্র বিষয় মনে হলেও এটি মানুষের রুচি, মানসিকতা, ধার্মিকতা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এজন্য এ প্রবন্ধটিতে অঙ্গচ্ছেদনের পরিচয় ও ইতিহাসের পাশাপাশি এর বিভিন্ন ধরন ও শর্তসহ হুকুম তুলে ধরা হয়েছে।

অঙ্গচ্ছেদন (التثقيب)-এর পরিচয়

কোন কিছু ছিদ্র করাকে আরবি ভাষায় ثقب বলা হয়। (Baliavī 2003, 76) শব্দটির বহু অর্থ আছে। ইবন মানযুর আফ্রিকি বলেন,

الثَّقب: الخرق النافذ بالفتح والجمع أثقب وثقوب وثُقْب

(ফা বর্ণে) যবর যোগে الثقب। অর্থ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়, এমন ছিদ্র করা। এর বহুবচন হলো, أثقب,ثقوب এবং ثُقْب। (Ibn Manjūr 1993, 1/239)

এদিক থেকে মণিমুক্তাকে مثاقيب বলা হয়, কারণ সেগুলো ছিদ্র করে পরিধান করা হয়। (Ibn Manjūr 1993, 1/240)

আধুনিক পরিভাষায় শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করা বা ফুটো করার আরবি প্রতিশব্দ ثقب ও تثقيب। পাশ্চাত্যে এটি Body piercing হিসেবে পরিচিত। Cultural Encyclopedia of the Body অনুসারে,

"Body piercing is the practice of perforating the skin, usually followed by the insertion of jewelry."

"Body piercing হলো ত্বক ফুটো করার প্রচলন, যা সাধারণত কোন অলঙ্কার ঢোকানোর জন্য হয়ে থাকে।' (Pitts- Taylor 2008, 446)

Merriam-Webster's Collegiate Dictionary অনুসারে,

"the practice or an instance of adorning the body with jewelry or ornamentation that penetrates the flesh"

শরীরকে অলঙ্কার বা ভূষণের মাধ্যমে শোভিত করার চর্চা অথবা দৃষ্টান্ত, যা মাংসকে ছেদ করে ফেলে। (Mish 2004, 138)

মোটকথা, অঙ্গচ্ছেদন হলো অলঙ্কার পরিধান করার জন্য সুঁই বা এ জাতীয় বস্তু দিয়ে শরীরের যে কোন জায়গায় ছিদ্র করা।

অঙ্গচ্ছেদনের বিভিন্ন ধরন

অলঙ্কার পরিধানের জন্য শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছিদ্র করার প্রচলন রয়েছে। নারী-পুরুষ সবার ভেতরেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ এমনটি লক্ষণীয়। সাধারণত বিশেষ কিছু অঙ্গ ছিদ্র করার হার বেশি। যেমন:

১. কানের লতি ও উপরিভাগ (The Lobe and the rim of the Outer ear)
২. নাক ও নাকের মধ্যকার পর্দা (The Nose and Nasal Septum)
৩. ঠোঁটের উপর ও নিচের অংশ (The upper and lower part of the lip)
৪. জিহ্বা (The Tongue)
৫. ভ্রু (The Eyebrow)
৬. নাভি (The Navel) (Pitts- Taylor 2008, 446)

অলঙ্কারের জন্য অঙ্গচ্ছেদনের ইতিহাস

পৃথিবীতে মানব জাতির পদচারণার শুরুর দিকেও অলঙ্কারের জন্য অঙ্গ ছিদ্র করার প্রচলন ছিল। আধুনিক যুগে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে এর প্রমাণ মেলে। ১৯৯১ সালে ইতালির আল্পস পর্বতমালায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো এক পুরুষের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তার নাম দিয়েছিলেন ওৎজি। ওৎজির কানে অলঙ্কার পরিধানের উপযোগী ছিদ্র পাওয়া গিয়েছিল। (Rauf 2019, 8) এছাড়া পূর্ব রাশিয়ায় আবিষ্কৃত খৃস্টপূর্ব পাঁচ শতাধিক বছরের পুরোনো নারীর মৃতদেহেও একাধিক অঙ্গ ছিদ্র করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। (Winge 2012, 14) মিসরের মমিগুলোতে কান ছিদ্র করার অনেক প্রমাণ মিলেছে। একজন ফারাওয়ের মমি পরীক্ষা করে দেখা যায়, তার ডান কানের লতিতে একটি এবং বাম কানে দুটি ছিদ্র রয়েছে। বোঝা যায়, তখনও এমন ফুটো করার প্রচলন ছিল। (Zahi 2016, 71-72)

বাইবেলে দেখা যায়, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পুত্রবধূ নির্বাচন করার জন্য তার এক ভৃত্যকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি রেবেকা নামের একজন নারীকে নির্বাচিত করে তার হাতে দুটি বালা আর নাকে একটি নথ পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই নারী পরবর্তীতে ইসহাক বা আইজ্যাক (আ.)-এর স্ত্রী এবং ইয়াকুব বা জ্যাকব (আ.)-এর মাতা হয়েছিলেন। বাইবেলের ভাষ্যমতে,

> "As the camels finished drinking, the man took a gold ring weighing half a shekel, and for her wrists two bracelets weighing ten shekels of gold."
>
> উট পানি পান করার পর সেই মানুষটি অর্ধতোলা পরিমাণ সোনার রিং এবং তার হাতের জন্য দশ তোলা সোনার দুটি ব্রেসলেট সেই নারীকে দিলেন। (The Bible, Genesis 24:22)

মুফাসসির ইবন কাসীর রহ.-এর বর্ণনা মতে, সারার আগে হাজেরার সন্তান হওয়ায় সারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি কসম করেছিলেন, হাজেরার যেকোন তিনটি অঙ্গ ছিদ্র করে দেবেন। তখন ইবরাহিম (আ.) বলেছিলেন, 'তুমি বরং দুটি কান ছিদ্র করে দাও এবং খতনা করিয়ে দাও। এভাবে কসম থেকে মুক্ত হয়ে যাও।' এজন্য সীরাতজ্ঞ সুহায়লী রহ. মনে করেন, হাজেরা কান ছিদ্র করা সর্বপ্রথম নারী। (Ibn Kathīr 1997, 1/356)

ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে নারী-পুরুষের নাক-কান ছিদ্র করার প্রমাণই বেশি মেলে। এগুলো ছাড়া ভ্রু, জিহ্বা, ঠোঁট ইত্যাদি ফুটো করা একেবারেই আধুনিক যুগের প্রচলন বলে প্রতীয়মান হয়।

বর্তমানে নারীদের দেখাদেখি পুরুষরাও অঙ্গ ছিদ্র করে অলঙ্কার পরিধান করছে। এ বিষয়ে ফকিহগণের মতামত ভিন্ন। বিশেষভাবে পুরুষদের অঙ্গ ছিদ্র করার বিষয়টি একেবারেই আধুনিক যুগে প্রযুক্ত বিষয়। এজন্য নারী ও পুরুষের অঙ্গচ্ছেদন সম্পর্কে ফকিহগণের মতামত ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হলো।

নারীদের কান ছিদ্র করা নিয়ে ফকিহগণের দৃষ্টিভঙ্গি

কান মুখের অংশ নয়। এরপরও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নারীগণ কানের লতি অথবা কানের উপরের অংশ ফুটো করে থাকেন এবং দুল অথবা এ জাতীয় অলঙ্কার পরেন। দেশ ও জাতিভেদে কানে এমন ফুটো তৈরীর সংখ্যা এক থেকে একাধিক হতে পারে। এ বিষয়ে ফকিহগণের দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়:

প্রথম দল: সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য কান ফুটো করা জায়িয

হানাফি, মালিকি ও বেশিরভাগ হাম্বলি ফকিহ এ মত পোষণ করেন। শাফিঈ মাযহাবের শায়খ সুলায়মান ইবন মুহাম্মদ আল বুজাইরিমি এ পক্ষে মত দিয়েছেন। শাফেঈ মাযহাবের অন্য কারও এমন অভিমত পাওয়া যায় না।

হানাফি মাযহাব: হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত আলিম আল্লামা ইবন আবিদিন শামি বলেন,

ولا بأس بثقب أذن البنت أو الطفل استحسانا.

কন্যার অথবা শিশুর কান ফুটো করায় কোনো দোষ নেই। (Al-Shāmī 2003, 9/ 602)

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরিতে বলা হয়েছে,

ولا بأس بثقب آذان النسوان كذا في الظاهرية ولا بأس بثقب آذان الأطفال من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إنكار.

নারীদের কান ফুটো করতে কোন দোষ নেই। জাহিরিয়্যা গ্রন্থে অনুরূপ লেখা হয়েছে। এছাড়া শিশুকন্যার কান ফুটো করতেও দোষ নেই। কারণ, লোকেরা এটা রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগেও (স্বচ্ছন্দে) করতো; কেউ তা করতে বাধা দিতো না। (Shykh Nijām N.D., 5/ 412)

মালিকি মাযহাব: মালিকি মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ হাশিয়াতুল খুরাশিতে বলা হয়েছে,

ويجب عليها ترك لبس الحلى ولو خاتما وقرطا وأخذ من هذا جواز ثقب أذن المرأة للبس القرط ويؤيده أن سارة حلفت لتمثلن بهاجر فخفضتها وثقبت أذنيها بأمر الخليل.

(ইমাম খলিল ইবন ইসহাক আল মালেকি বলেন, 'ইদ্দতকালীন সময়ে বিধবা নারীদের উপর) ওয়াজিব হলো, অলঙ্কার পরা ছেড়ে দেয়া, তা সেটা আংটি হোক বা কানের রিং হোক।' (ইমাম মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল খুরাশি আল মালেকি

একথার ব্যাখ্যায় বলেন,) 'এ থেকে রিং পরার জন্য নারীদের কানে ফুটো করা বৈধ হবার কথা বোঝা যায়। এছাড়া সারা শপথ করেছিলেন যে, হাজেরার অঙ্গবিকৃতি করবেন। তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নির্দেশে তিনি হাজেরার কান ফুটো করে দেন। এটাও এ মত সমর্থন করে। (Al-Khurashī 1997, 5/119)

শাফিঈ মাযহাব: ব্যাপকভাবে শাফিঈগণ কান ফুটো করার পক্ষে নন। তবে এর বিপরীতেও তাঁদের একটি মত রয়েছে। শায়খ সুলায়মান ইবন মুহাম্মদ আল বুজাইরিমি বলেন, ورجح في موضع آخر الجواز وهو المعتمد.

আরেকটি স্থানে জায়িয হবার মতটি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং এটাই নির্ভরযোগ্য। (Al-Buzairimī 1996, 262)

হাম্বলি মাযহাব: হাম্বলি মাযহাবের বিখ্যাত আলিম আল্লামা বুহুতি বলেন,

يكره ثقب أذن صبي لا جارية.

শিশুপুত্রের কান ফুটো করা মাকরূহ; কন্যাশিশুর নয়। (Al-Bahūtī 2009, 1/94)

প্রথম দলের দলিলসমূহ

যারা কান ফোঁড়ানো বৈধ মনে করেন, তাঁরা সরাসরি হাদিস থেকে দলিল দিয়ে থাকেন। তাঁদের দলিলগুলো নিম্নরূপ:

১. ইবন আব্বাস রা.থেকে বর্ণিত,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلا إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلالٌ إِلَى بَيْتِهِ.

একবার (ঈদের দিন) রাসূলুল্লাহ স. বের হলেন। এরপর সালাত আদায় করে খুতবা দিলেন।' ইবন আব্বাস রা.আযান বা ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। 'এরপর তিনি নারীদের কাছে এসে তাদেরকে উপদেশ দিলেন; আদেশ করলেন সদকা করতে। তখন তাদেরকে দেখলাম, তারা কান আর গলার দিকে (গয়না খোলার জন্য হাত) বাড়িয়ে দিচ্ছেন এবং বিলালকে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তিনি বিলালকে সাথে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। (Al-Bukhārī 2002, 5249)

২. ইবন আব্বাস রা. অপর একটি হাদীসে উল্লেখ করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.

রাসূলুল্লাহ স. ঈদুল ফিতরের দিন দু রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এর আগে বা পরে কোন সালাত আদায় করলেন না। এরপর তিনি নারীদের কাছে আসলেন। বিলাল তখন তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি নারীদেরকে সদকা করার নির্দেশ দিলেন। তখন তারা দিতে লাগলেন। কেউ দিলেন তার (কানের) রিং আর কেউ দিলেন (গলার) হার। (Al-Bukhārī 2002, 964)

৩. ইবন আব্বাস রা.-এর অপর বর্ণনায় আছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلاَلٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ

(ঈদের সালাত আদায়ের পর) রাসূলুল্লাহ স. বিলাল রা. সাথে নিয়ে বের হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, (দূরে থাকায় তাঁর উপদেশ) নারীরা শুনতে পায়নি। তখন তিনি নারীদেরকে উপদেশ দিলেন এবং দান-সদকা করার আদেশ দিলেন। তখন নারীরা তাদের কুরত (কানের দুল) এবং খাতাম (আংটি) দান করতে লাগলেন আর বিলাল সেগুলো তাঁর কাপড়ের প্রান্তে গ্রহণ করতে লাগলেন। (Al-Bukhārī 2002, 98)

ইমাম ইবন হাজার আসকালানি রহ. قُرْط এর ব্যাখ্যায় বলেন,

الحلقة التي تكون في شحمة الأذن.

এমন রিং, যা কানের লতিতে থাকে। (Al-Askalānī 2005, 1/338)

উপরোক্ত হাদিসগুলোতে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, নারীগণ কান ফুটো করে গয়না পড়তেন। কারণ, গোলাকৃতির গয়না কান ফুটো করা ছাড়া পরা যায় না। কান ফোঁড়ানো হারাম হলে রাসূলুল্লাহ স. তখনই নিষেধ করতেন। কিন্তু তিনি নিষেধ করেননি, অপছন্দও করেননি।

ইবন কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ বলেন,

وَيَكْفِي فِي جَوَازه علم الله وَرَسُوله بِفعل النَّاس لَهُ وإقرارهم على ذَلِك فَلَو كَانَ مِمَّا ينْهَى عَنهُ لنهى الْقُرْآن أَو السّنة.

মানুষের (কান ফুটো করার) বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল স.-এর জানা থাকা এবং সম্মতি জানানোই এটা জায়েয হবার জন্য যথেষ্ট। এটা যদি নিষিদ্ধ হতো, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ অবশ্যই নিষেধ করতো। (Al-Jawziyya 1983, 147)

৪. আয়েশা রা.-এর বর্ণিত একটি হাদিসে দেখা যায়, ১১ জন নারী তাদের স্বামীর অবস্থা খোলামেলাভাবে আলাপ করেছিল। তখন এগারোতম নারী উম্ম যুরআ স্বামীকে নিয়ে বলেছিলেন,

زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ وَبَجَّحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي.

আমার স্বামী আবু যার'আ। আর আবু যার'আর (প্রশংসা) আর কী করবো? সে (এত অলঙ্কার দিয়েছিল যে,) আমার দুকানে সেগুলো ঝুলে থাকতো। আমার দুবাহু মেদবহুল হয়ে গিয়েছিল। আমাকে এমন স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছিল যে, আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম...।

এ ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ স. আয়েশা রা. কে বলেছিলেন, كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ

আবু যার'আ যেমন উম্ম যার'আর জন্য, আমিও তেমনি তোমার জন্য। (Al-Bukhārī 2002, 5189)

দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীকে আবু যার'আর দু কান ভর্তি গয়না দেয়ার ঘটনা শুনেও রাসূলুল্লাহ স. কোনো আপত্তি করেননি। এর বদলে তিনিও যে আয়েশা রা. এর প্রতি এমন যত্নবান, সেকথা বলেছেন। কানে অলঙ্কার পরা কানের লতি বা উপরের অংশ ফোঁড়ানো ছাড়া সম্ভব নয়। কান ফোঁড়ানো আপত্তিকর হলে তিনি অবশ্যই নিষেধ করতেন।

নারীদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে সৌন্দর্যের জন্য কান ছিদ্র করা প্রয়োজন আছে। তাদের জন্য এটাই কল্যাণকর। ফলে তাদের কান ছিদ্র করা জায়িয। (Dīk 2010, 56)

দ্বিতীয় দল: সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য কান ফুটো করা জায়িয নয়

শাফিঈ মাযহাবের ফকিহগণ কান ফুটো করার পক্ষে নন। তাঁদের কেউ কেউ এটাকে হারাম, আবার কেউ না-জায়িয বলেছেন। হাম্বলিগণের মধ্যে একটি অংশ এ মতের সমর্থক। তাদের মধ্যে ইবনুল জাওযি রহ, ইবন কুদামা আল মাকদিসি রহ. প্রমুখ আছেন। তাঁরা কান ফুটো করা হারাম মনে করলেও কানে অলঙ্কার ঝুলানোকে হারাম মনে করেন না। সে হিসেবে কেউ যদি বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এমন অলঙ্কার পরেন, যা কান ফুটো করা ছাড়াই পরা যায়, তবে তাও তাদের কাছে আপত্তিজনক নয়।

শাফিঈ মাযহাব: শাফিঈ মাযহাবের বিখ্যাত আলিম শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনুল খাতিব আশ শিরবিনি রহ. বলেন,

ولا يجوز تثقيب الآذان للقرط وإن أبيح القرط لأنه تعذيب بلا فائدة ووجب القصاص على المثقب إن وجدت شروطه.

রিং বৈধ হলেও এটা পরার জন্য কান ফুটো করা জায়েয নেই। কারণ এতে অনর্থক কষ্ট দেয়া হয়। যথাযথ শর্ত পাওয়া গেলে যে কান ফুটো করবে, তার উপর কিসাসও ওয়াজিব হয়ে যাবে। (Al-Shirbīnī 1997, 1/582)

শাফিঈ মাযহাবের বিখ্যাত আলিম ইমাম গাযালি রহ. অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কান ফুটো করার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন,

لا أرى رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فيها فإن هذا جرح مؤلم ومثله موجب القصاص فلا يجوز الا لحاجة مهمة كالحجامة والختان والتزين بالحلق غير مهم بل تعليقه على الأذن تفريط وفي المخانق والأسورة كفاية وهو حرام والمنع منه واجب.

নিছক স্বর্ণের রিং পরানোর জন্য শিশু কন্যাদের কান ফুটো করার অনুমতি আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, এটা একটি যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। এমন বিষয় কিসাস ওয়াজিব করে। অতএব, (এমন ক্ষত করা) শিঙ্গা লাগানো বা খতনা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছাড়া করা জায়িয নয়। রিং দিয়ে সৌন্দর্যচর্চা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। উপরন্তু, এটা কানে ঝোলানো একরকম বাড়াবাড়িও বটে। শুধু গলার হার আর চুড়িই তো যথেষ্ট। অতএব, (কান ফুটো করা) হারাম এবং এটা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। (Al-Ghazālī 1999, 2/312)

হাম্বলি মাযহাব: আহমদ ইবন কুদামা আল মাকদিসি রহ. বলেন,

لا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلق الذهب .فإن ذلك جرح مؤلم لا يجوز.

স্বর্ণের রিং ঝোলানোর জন্য কন্যাশিশুর কান ছিদ্র করার কোন অনুমতি নেই। এটা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত, না-জায়িয। (Al-Maqdisī 2016, 133)

দ্বিতীয় দলের দলিল ও প্রথম দলের জবাব

১. যেসব নারীর কানের অলঙ্কার খুলে দেয়ার কথা আছে, তারা জাহেলি যুগেও কান ফুটো করে থাকতে পারেন। ইসলামে এসে কান ফুটো করেছেন, এমন প্রমাণ তো পাওয়া যাচ্ছে না।

এর জবাবে বলা যায়, জাহেলি যুগে কান ছিদ্র করলেও কোন বিষয় নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ-এ নিষেধাজ্ঞা থাকতো। কোন বিষয়ে মূলনীতি হলো বৈধতা। যদি এটা অবৈধ হতো, তবে নির্দেশনা পাওয়া যেতো। এছাড়া আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসে পাওয়া যায়,

كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «طَوْقٌ مِنْ نَارٍ قَالَتْ: قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ: وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَمَتْ بِهِمَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرٍ.

একদিন আমরা মহানবী স.-এর কাছে বসে ছিলাম। তখন একজন নারী বলল 'ইয়া রাসুলাল্লাহ। (আমার) দুটি স্বর্ণের চুড়ি আছে। তিনি বললেন, 'দুটি আগুনের চুড়ি'। সে বলল, 'একটি স্বর্ণের হার আছে'। তিনি বললেন, 'আগুনের একটি হার'। সে আবার বলল, 'দুটি স্বর্ণের রিং আছে।' তিনি বললেন, 'আগুনের দুটি রিং।' বর্ণনাকারী বলেন, 'সেই নারীর হাতে দুটি চুড়ি ছিল। এবার সে চুড়িদুটি ছুড়ে ফেললো। বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারী যদি স্বামীর জন্য নিজেকে সাজিয়ে না রাখে, তবে তার কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়ে।' তিনি বললেন, 'তোমাদের কাউকে রূপার রিং বানাতে কে বাধা দিচ্ছে? এরপর সেটাকে আম্বর বা যাফরানের রং দিয়ে হলুদ করে নেবে। (Al- Nasāī N.D., 5142)

দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ স. নিজেই কানের রিং বা দুল বানিয়ে নেবার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাই এটা ইসলামী যুগে হারাম হবার প্রশ্নই আসে না।

২. কান কাঁটা-ছেড়া করা শয়তানের কাজ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾

(শয়তান বলেছিল,) আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো, অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবো, আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেবো, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ করবো, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। (Al-Qurān al-Karīm, 4: 119)

দেখা যাচ্ছে, কান কাটা-ছেঁড়া করা বা ফুটো করা সবই শয়তানের কাজ। আয়াতে بتك শব্দের অর্থ কাটা। কান ফোঁড়ালেও কান কাটা হয়। পশুর কান কাটার সাথে এটাও সম্পৃক্ত। তাই এটা হারাম হবে। (Dīk 2010, 57)

এ দলীলের জবাবে ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

قيل هَذَا من أفسد الْقيَاس فَإِن الَّذِي أَمرهم بِهِ الشَّيْطَان أَنهم كَانُوا إِذا ولدت لَهُم النَّاقة خَمْسَة أبطن فَكَانَ الْبَطن السَّادِس ذكرا شَقوا أذن النَّاقة وحرموا ركُوبهَا وَالِانْتِفَاع بهَا وَلم تطرد عَن مَاء وَلَا عَن مرعى وَقَالُوا هَذِه بحيرة فشرع لَهُم الشَّيْطَان فِي ذَلِك شَرِيعَة من عِنْده فَأَيْنَ هَذَا من نخس أذن الصبية ليوضع فِيهَا الْحِلْية الَّتِي أَبَاحَ الله لَهَا أَن تتحلى بهَا.

(এ দলীলের জবাবে বলা হবে,) নারীদের কান ফুটো করার সাথে পশুর কান কাটার তুলনা করা অত্যন্ত অবান্তর কিয়াস। কারণ, তাদেরকে শয়তান যা আদেশ করতো, তা হলো, কোন উটের যদি পাঁচবার বাচ্চা হতো এবং ষষ্ঠবার পুরুষ বাচ্চা হতো, তখন মুশরিকরা সেই উটনীর কান কেটে দিতো এবং সেটা থেকে উপকৃত হওয়া বা সেটার উপরে আরোহন করা নিষিদ্ধ করে দিত। তবে সেটাকে পানি খেতে অথবা চারণভূমিতে চড়ে বেড়াতে বাধা দিত না। তারা এটার নাম দিয়েছিল বাহিরা। শয়তান নিজের পক্ষ থেকে তাদের জন্য এ শরিআহ চালু করেছিল। আল্লাহ যে অলঙ্কার বৈধ করেছেন, সেটা কানে পরানোর জন্য কন্যাশিশুর কান ফুটো করার সাথে এর সম্পর্ক কোথায়? (Al-Jawziyya 1983, 147-148)

৩. শরীরে উল্কি আঁকার সাথে কান ফুটো করে অলঙ্কার পরা তুলনীয়। আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত,

وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ.

রাসূলুল্লাহ স. সুদখোর, সুদদাতা, যে নারী উল্কি আঁকে ও যে আঁকায়, তাদেরকে এবং ছবি অঙ্কনকারীকে লানত দিয়েছেন। (Al-Bukhārī 2002, 5537)

হাম্বলি মাযহাবের বিখ্যাত আলিম আল্লামা আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি বলেছেন,

النهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الأذن.

উল্কি থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে কান ফুটো করা নিষিদ্ধ হবার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। (Ibn al-Jawjī 1985, 10)

কিন্তু তাদের এ যুক্তি কান ফুটো করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ উল্কি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে ফেলে। উল্কির চিহ্ন স্থায়ীভাবে শরীরে থেকে যায়। কিন্তু কান ফুটো করার ভেতর এমন কোন উপকরণ পাওয়া যায় না। কানের ছিদ্র সূক্ষ্ম হয়ে থাকে, দূর থেকে দেখাও যায় না। এছাড়া কানে ফুটো করার উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্যবর্ধন করা; কোনোভাবেই সৃষ্টিকে বিকৃত করা নয়।

৪. ইমাম গাযালির উক্তি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, কান ফোঁড়ানো একটি যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া। কোনো প্রয়োজন ছাড়া এমন

যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করা জায়েয নয়। অলঙ্কার পরিধান এমন কোনো প্রয়োজনের ভেতর পড়ে না।

তাঁর যুক্তির জবাবে বলা যায়, কান ফোঁড়ানোর যে যন্ত্রণা, তা অলঙ্কার পরিধানের প্রয়োজনের সামনে কিছুই নয়। এই যন্ত্রণা স্থায়ী হয় না। নারীদের চিরাচরিত এই প্রথাকে ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ যন্ত্রণার জন্য হারাম বলার সুযোগ নেই। অলঙ্কারের প্রতি নারীদের স্বভাবসুলভ আগ্রহও এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়। (Dīk 2010, 58)

এছাড়া অলঙ্কার একেবারে প্রয়োজনহীন কোনো বস্তু নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তাহতে তাজা মাছ খেতে পার এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পার রত্নাবলী, যা তোমরা অলঙ্কার হিসেবে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখতে পাও, এর বুক চিড়ে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্যে যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (Al-Qurān al-Karīm, 16: 14)

সবগুলো দলীল পর্যালোচনা করে প্রথম দলের মতই শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ নারীদের জন্য কান ফুটো করে অলঙ্কার পরা জায়িয। এটা মাকরুহ বা হারাম নয়। কারণ দ্বিতীয় দলের সবগুলো দলিল কিয়াস-নির্ভর, যুক্তিভিত্তিক। অথচ অঙ্গছিদ্র করার ব্যাপারে সরাসরি রাসূলুল্লাহ স.-এর মৌনসম্মতি এবং মৌখিকভাবে উৎসাহ দান- দুইই হাদীসগ্রন্থাবলিতে সংরক্ষিত আছে। নস থাকার পরও যুক্তির আশ্রয় নেয়া নিরর্থক।

নারীদের অলঙ্কারের জন্য কান ছাড়া ভিন্ন অঙ্গ ছেদন করা

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের অলঙ্কার পরার আলাদা আলাদা রীতি আছে। কান ফুটো করা ছাড়াও এসব অলঙ্কার পরতে কেউ কেউ নাক, ভ্রু, ঠোঁট, নাভি ইত্যাদি ফুটো করে থাকে।

প্রাথমিক যুগের ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থাদিতে নাক ছিদ্র করা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। কারণ সে সময় নাক ছিদ্র করার রীতি প্রচলিত ছিল না। এরপরও আধুনিক যুগের মুফতিগণ প্রায় সবাই এটাকে জায়িয বলেছেন। তাঁদের যুক্তিগুলো নিম্নরূপ:

১. কান ছিদ্র করার সাথে নাক ছিদ্র করাকে কিয়াস করা। যেহেতু উভয়ের উদ্দেশ্যই এক- সৌন্দর্যচর্চার অংশ হিসেবে অলঙ্কার পরিধান। ইবন আবিদিন শামি বলেন,

إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط.

বিভিন্ন দেশের প্রচলন অনুসারে নারীরা যদি এটা দিয়ে সৌন্দর্যচর্চা করে, তবে এটার হুরুম কানের রিং-এর মতো। (Al-Shāmī 2003, 9/ 602)

২. এটাকে অঙ্গবিকৃতি হিসেবে দেখা হয় না। সমাজে তা নারীদের মাঝে বহুলভাবে প্রচলিত।

৩. এ ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতির ছিদ্র করা প্রয়োজনে বৈধ রয়েছে।
৪. একবার এমন ছিদ্র করার পর নারীকে আর কোন কষ্ট বা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় না। (Mansūr 1999, 196)
৫. কান ছিদ্র করাকে নারী সমাজের প্রচলন হিসেবে বৈধতা দেয়া হয়েছিল। এর উপর ভিত্তি করে নাক ছিদ্র করার ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী ফকিহগণ একই মত দিতেন বলে ধরে নেয়া যায়। (Al-Madanī 2002, 206)

এক্ষেত্রে শায়খ ইবন উসাইমিনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

وأما ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعل غيرنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه.

নাক ছিদ্র করার ব্যাপারে আমি আলিমদের কোন বক্তব্য মনে করতে পারছি না। আমার মতে এতে মুছলা ও সৃষ্টিকে বিকৃত করা বিদ্যমান। হয়তো অন্যরা এভাবে দেখেন না। নারী যখন এমন কোন দেশে থাকবেন, যেখানে নাকে অলঙ্কার পরাকে সৌন্দর্যচর্চা হিসেবে দেখা হয়, তবে অলঙ্কার ঝোলানোর জন্য নাক ছিদ্র করায় কোন দোষ নেই। (Sulaimān 1998, 11/ 137)

বিশিষ্ট শাফিঈ ফকিহ ইবন হাজার হাইসামি রহ. নাক ছিদ্র করাকে হারাম মনে করেন। কারণ এভাবে সৌন্দর্যবর্ধন করার প্রচলন কান ফুটো করে সৌন্দর্যবর্ধনের মতো ব্যাপক নয়। (Al-Shirwānī, 2015, 11/ 569) ফিলিস্তিনের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং নারীদের সৌন্দর্যচর্চা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনকারী নাকা ইমাদ আব্দুল্লাহ দিক এ মতের সমর্থক। তাঁর যুক্তি হলো- এর সাথে পশুর নাকে রশি পরানোর সাথে মিল রয়েছে। এছাড়া এতে কাফিরদের অনুসরণ করা হয়। (Dīk 2010, 59)

কান ছিদ্র করার সাথে নাক ছিদ্র করার কিয়াস করা গেলেও মুখের ব্যাপারে একই কিয়াস করা যায় না। যেমন ভ্রু অথবা ঠোঁট ছিদ্র করা। কারণ ভ্রু-প্লাক করতে আলাদাভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ভ্রু মুখের অন্তর্গত। ভ্রু-এর উপর কিয়াস করে মুখের অন্যান্য অঙ্গের ব্যাপারেও একই সিদ্ধান্তে আসা যায়। যেমন ঠোঁট, গাল, চিবুক। এ প্রসঙ্গে মহানবী স. বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى.

আল্লাহ তা'আলা অভিশম্পাত করেছেন সেসব নারীদের উপর, যারা উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যারা করায়, তেমনি যারা ভ্রু চেঁছে সরু (প্লাক) করে, যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে। (Al-Bukhārī 2002, 4886)

ভ্রুকে সরু করতেই যেখানে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে ছিদ্র করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? তাই মুখের অন্যান্য স্থানে ছিদ্র করা শরীর বিকৃতির শামিল। এছাড়া একই হাদিসে দেখা যাচ্ছে, শরীরের যেকোন স্থানে উল্কি করা নিষিদ্ধ। উল্কি করলে ত্বকের রং শুধু পরিবর্তিত হয়, যা পরবর্তীকালে কিছুটা হলেও মুছে ফেলা সম্ভব। কিন্তু ছিদ্র

করলে ত্বক স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতএব, শরীরের অন্যান্য স্থানে যেখানে উল্কি করাও জায়িয নেই, সেখানে ছিদ্র করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? এটিও শরীরকে বিকৃত করার শামিল।

এছাড়া ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সংস্কৃতির অনুসরণ করেই এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিদ্র করা হচ্ছে। উপরের দলিল-প্রমাণের আলোকে এটা নিশ্চিত যে, নাক-কান ছিদ্র করা আদৌ ইসলামের কোন বিধান হিসেবে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়নি। নারীগণ আদিকাল থেকে কান ছিদ্র করে আসছেন- এর ভিত্তিতে নাক ছিদ্র করাকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেসব স্থানে ছিদ্র করলে সরাসরি ভিন্নধর্মাবলম্বীদের অথবা অশালীন জীবনযাপনকারীদের অনুসরণ করা হয় এবং অঙ্গ বিকৃতি হয়, সেগুলো বৈধ করার পক্ষে মত দেয়া যায় না।

অলঙ্কারের জন্য নারীদের অঙ্গচ্ছেদনের কতিপয় মূলনীতি

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে নাক-কান ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ ছিদ্র করার ব্যাপারে আমরা বেশ কয়েকটি মূলনীতি খোঁজে পাই। এসব মূলনীতির আলোকে নারীদের কোন অঙ্গ ছিদ্র করা শরিআহ সমর্থিত আর কোনটি নয়, তা নির্ধারণ করা সহজ হবে। মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ:

১. মানবমর্যাদার পরিপন্থী হয়- এমনভাবে ছিদ্র করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে সবকিছু তাদের অনুগামী করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

আমি বনি আদমকে মর্যাদা দিয়েছি। স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলে বাহন দিয়েছি। তাদের উত্তম রিযিক দিয়েছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (Al-Qurān al-Karīm, 17: 70)

তিনি আরও বলেছেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

নিশ্চই আমি মানুষকে সুন্দর গঠন ও আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। (Al-Qurān al-Karīm, 95: 4)

প্রাচীন রোমে দাস, যৌনকর্মী এবং বহিরাগতদের ক্ষেত্রে কান ছিদ্র করে দুল পরিয়ে দেয়ার রীতি ছিল। আবার প্রাচীন রোমানরা কানের দুলকে স্বাভাবিক গয়না হিসেবেই দেখতো। (Thorpe 2019) এজন্য কোনও সমাজে বিশেষভাবে কোন অঙ্গ ছিদ্র করে দেয়া যদি মানবমর্যাদার পরিপন্থী হয়, তবে সেটাও ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না।

২. অমুসলিম অথবা প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত কারও অনুসরণ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মহানবী স. বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ .

যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে। (Abū Daūd 1997, 4031)

জিহ্বা, ভ্রু, গাল ইত্যাদি ছিদ্র করা অমুসলিম সমাজে প্রচলিত। এজন্য এগুলো সৌন্দর্যচর্চার বৈধ গণ্ডির ভেতর ফেলা যায় না।

৩. বিপরীত লিঙ্গের অনুসরণ করা হয়-এমন সাজসজ্জা গ্রহণ করা যাবে না। ইবন আব্বাস রা. বলেছেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ

রাসূলুল্লাহ স. হিজড়ার বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষবেশী নারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। (Al-Bukhārī 2002, 5885)

৪. অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক হয়-এমন ছিদ্র করা যাবে না।

من حسن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه.

ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক কাজ ত্যাগ করা। (Al-Tirmidhī 2000, 67)

৫. শারীরিক ক্ষতি হতে পারে- এমন কোথাও ছিদ্র না করা। মানবদেহের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আমরা এর ক্ষতিসাধন করার কোন অধিকার রাখি না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিও না। তোমরা সৎকাজ করো। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (Al-Qurān al-Karīm, 2:195)

পুরুষের অঙ্গচ্ছেদন

নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের অঙ্গচ্ছেদনও বর্তমান বিশ্বের অনেক জায়গায় প্রচলিত। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে পুরুষরাও কানে রিং পরার পাশাপাশি ভ্রু, ঠোঁট, নাভি ইত্যাদিতেও ফুটো করে অলঙ্কার পরে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণের মতে, অলঙ্কার পরিধানের জন্য পুরুষদের অঙ্গ ছিদ্র করা জায়িয নয়।[১] প্রধানত দুটি কারণে তাঁরা এ মত পোষণ করেন:

---

১. শিয়াগণ শিশুপুত্রদের কান ফুটো করা জায়িয মনে করেন। দলিল হিসেবে তাঁরা তাঁদের হাদীসগ্রন্থ আল কাফি-এর একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন:

لَمَّا وُلِدَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِالتَّهْنِئَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلسَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَ يُكَنِّيَهُ وَ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ يَعُقَّ عَنْهُ وَ يَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ حِينَ وُلِدَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

'হাসান ইবন আলি জন্ম নেবার পর সপ্তম দিনে জিবরাইল মহানবী স. কে অভিবাদন জানাতে আসলেন এবং তাঁর নাম রাখতে, উপনাম রাখতে, মাথামুণ্ডন করতে, তাঁর পক্ষ থেকে আকীকা করতে এবং তাঁর কান ছিদ্র করতে বললেন। হুসাইন আলাইহিস সালামের জন্মের পরও একই ঘটনা ঘটেছিল।'[Al-Kulaynī 1367 SH, 6/33]

অবশ্য পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে শিয়াগণের আলাদা কোন মত পাওয়া যায় না। সুন্নিগণ শিশুপুত্রের কান ছিদ্র করাকে মাকরুহ মনে করেন। এ ব্যাপারে ফকিহগণের ইজমা' রয়েছে। [Mausūah 1989, 11/283]

ক. নারীদের জন্য নাক-কান ছিদ্র করা সৌন্দর্যের প্রয়োজনে এবং অলঙ্কার পরার জন্য বৈধ করা হয়েছে। পুরুষদের এমন কোন প্রয়োজন নেই। ইবনু কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ বলেন,

وأما ثقب الصبي فلا مصلحة له فيه وهو قطع عضو من أعضائه لا مصلحة دينية ولا دنيوية فلا يجوز.

কোন শিশুপুত্রের অঙ্গ ছিদ্র করা অর্থাৎ তার কোন অঙ্গ কাটাছেঁড়া করা, এতে তার কোন কল্যাণ নেই- না দুনিয়াবি না ধর্মীয়। অতএব, এটা জায়িয হবে না। (Al-Jawziyya 1983, 148)

খ. পুরুষগণ অঙ্গ ছিদ্র করে অলঙ্কার পরলে তাতে নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে ইবন আব্বাস রা. বলেছেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ.

রাসূলুল্লাহ স. হিজড়ার বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষবেশী নারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। (Al-Bukhārī 2002, 5885)

ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ এ্যান্ড ফাতওয়া- এর উপপ্রধান ফয়সাল মাওলাভি বলেছেন,

إن تعليق الرجال الأقراط في آذانهم أمر حرام ومنهي عنه في شرعنا الحنيف لأنه تشبه الرجال بالنساء، وقد جاء على لسان رسول الله صلَى الله عليه وسلَم اللعن للمتشبهين والمتشبهات. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلَى الله عليه وسلَم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري.

পুরুষদের কানে রিং পরানো একটি হারাম কাজ, আমাদের শাশ্বত শরীআহতে তা নিষিদ্ধ। কারণ, তাতে নারীদের সাথে পুরুষদের সাদৃশ্য রাখা হয়। অথচ মহানবী স.-এর জবানিতে পরস্পরের প্রতি সাদৃশ্য রাখে- এমন পুরুষ ও নারীর প্রতি অভিশাপের কথা এসেছে। সহীহ বুখারিতে ইবন আব্বাস রা.-এর সূত্রে এসেছে, রাসূলুল্লাহ স. নারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখা পুরুষ এবং পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য রাখা নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন। (Islamonline 2019)

ইবন আবিদিন শামি রহ. বলেন,

ثقب الأذن لتعليق القرط مِن زِينَةِ النساء فلا يحل للذكور.

রিং ঝোলানোর জন্য কান ছিদ্র করা নারীদের সৌন্দর্যচর্চার অংশ; পুরুষদের জন্য এটা বৈধ নয়। (Al-Shāmī 2003, 9/ 602)

দেখা যাচ্ছে, পুরুষদের অলঙ্কার পরিধানের জন্য নাক-কান বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিদ্র করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এরপরও কেউ ছিদ্র করলে সেটি অঙ্গবিকৃতি এবং নারীদের অনুসরণ হিসেবে গণ্য হবে।

অঙ্গচ্ছেদন সম্পর্কিত বিভিন্ন কুসংস্কার

প্রাচীনকাল থেকেই নাক-কান ফুঁড়িয়ে নারীদের অলঙ্কার পরিধানের প্রচলন রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণ এটাকে অনুমোদন দিলেও এটাকে ফরজ, ওয়াজিব বা সুন্নাত সাব্যস্ত

করেননি। কিন্তু প্রচলিত কিছু কুসংস্কারে বিশ্বাসের আলোকে এটি হারামের পর্যায়েও চলে যেতে পারে। দেশ ও জাতিভেদে কুসংস্কারের মাত্রাও ভিন্ন ধরনের। যেমন:

১. বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক মুসলিম নারী মনে করেন, নাক-কান ফুটো করে অলঙ্কার না পরলে স্বামীর অকল্যাণ হবে, তাদের আয়ু কমে যাবে। কেউ কেউ ভাবেন, স্ত্রীর নাকে নাকফুল অথবা নথ না থাকলে তার নিঃশ্বাসে স্বামীর ক্ষতি হবে। এ ছাড়া স্ত্রী যদি হাতে বালা না পরেন, তবে স্বামীর শরীরে 'বাতাস' লাগবে।

২. ভারতীয় হিন্দু নারীগণের মধ্যে এমন ধারণাও আছে, নাকে নথ বা ফুল পরলে তারা 'বশীকরণ' থেকে রক্ষা পাবেন। অর্থাৎ কেউ তাদের উপর মন্ত্র পড়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

৩. একজন হিন্দু বালিকা সাবালিকা হলে তার পরিবার ধর্মীয় আচারের অংশ হিসেবেই নাক ছিদ্র করে দেন। এর মাধ্যমে তারা ঘরের লক্ষ্মী হিসেবে তাদের সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীকে এবং বিবাহের দেবী পার্বতীকে শ্রদ্ধা জানান। (Mantra 2019)

এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করে নাক-কান বা শরীরের কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিদ্র করলে সরাসরি হারাম হবে। কারণ মহানবী স. বলেছেন, الطِّيَرَة من شِرْكٌ।

অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস অথবা নির্ণয়ের চেষ্টা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (Al-Tirmidhī 2000, 1614) অযাত্রা বিশ্বাস করার মতো অন্যান্য কুসংস্কার সম্পর্কেও একই হুকুম।

গবেষণার ফলাফল

১. ইসলামে শরীরের বিকৃতি সাধন করা নিষিদ্ধ। কিন্তু নারীদের জন্য অলঙ্কার পরার উদ্দেশে নাক-কান ফোঁড়ানো শরীর বিকৃতিরূপে গণ্য হবে না। কারণ, এতে সৌন্দর্য বাড়ানোই উদ্দেশ্য থাকে। মানবসমাজে এটা বহুকাল ধরেই চর্চিত হয়ে আসছে। সৌন্দর্যচর্চার অংশ হিসেবে এটি জায়িয।

২. নাক-কান ছিদ্র করা জায়িয হলেও এটাকে সুন্নাত বলা হয়নি। তাই কেউ নাক-কান ছিদ্র না করলে তিরস্কার করার সুযোগ নেই। এটার ধর্মীয় কোন মূল্য নেই। তাই নাক-কান ছিদ্র করার জন্য অযথা বাড়াবাড়ি করা কিংবা এটাকে ধর্মীয় আচরণের অংশ মনে করা ঠিক নয়।

৩. নাক-কান ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ ছিদ্র করা নারীগণের জন্যও বৈধ নয়। কারণ, এতে অঙ্গবিকৃতি যেমন আছে, তেমনি পাপাচারী ও অশালীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত নারীদের অনুসরণ নিহিত।

৪. পুরুষদের জন্য নাক-কান-মুখ ছিদ্র করে অলঙ্কার পরিধান করা ঠিক নয়। তাদের জন্য অলঙ্কার পরিধান নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া এতে নারীদের বেশ ধারণ করা হয়। ভিন্ন ধর্মের পুরুষদের মধ্যে এর প্রচলন থাকলেও মুসলিম হিসেবে সেটার অনুসরণ করা না-জায়িয।

প্রস্তাবনা

১. নাক-কান ফোঁড়ানো হলে ফরয গোসলসহ পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেন পানি পৌঁছে, সেটি খেয়াল রাখতে হবে।

২. নাক-কান ফোঁড়ানো স্থানীয় প্রচলন হিসেবে মুবাহ-এর আওতাভুক্ত হলেও এতে যদি ভিন্নধর্মীদের অনুসরণে ঠোঁটের নিচের অংশ অথবা ভ্রুর উপরের অংশ ইত্যাদি ফোঁড়ানো হয়, তবে তা অবশ্যই নিন্দনীয়।

৩. নাক-কান ছিদ্র করা সম্পর্কিত কুসংস্কার বিশ্বাস করে অলঙ্কার পরিধান হারাম। তাই নাক-কান ছিদ্র করার আগে এ ধরনের চিন্তাধারা থেকে মনকে পবিত্র করে নিতে হবে।

৪. কন্যাশিশুদের নাক-কান ছিদ্র না করে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। তখন সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, নাক-কান ছিদ্র করবে কি না। কারণ শৈশবে একবার নাক-কান ছিদ্র করে ফেললে তা আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যায় না।

উপসংহার

সৌন্দর্যচর্চা ও অলঙ্কারের প্রতি নারীগণ স্বভাবতই আকর্ষণ অনুভব করেন। ইসলাম মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবকে অস্বীকার করে না। এজন্য ইসলাম নারীদের সৌন্দর্যবর্ধনের অংশ হিসেবে তাদেরকে অলঙ্কার পরিধান করার অনুমতি দিয়েছে। অলঙ্কার পরিধানের জন্যই নাক-কান ছিদ্র করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অলঙ্কার পরিধান যেমন বাধ্যতামূলক নয়, নাক-কান ছিদ্র করাও তেমনি অতীব জরুরী কিছু নয়। এ বিষয়ে জনসমাজে প্রচলিত অনেক কুসংস্কার রয়েছে। ইসলাম সেগুলোর অনুসরণ করে অঙ্গচ্ছেদন সমর্থন করে না। এছাড়া পুরুষদের অঙ্গচ্ছেদন করাও ইসলাম সমর্থন করে না। নাক-কান ছাড়া অন্যান্য অঙ্গচ্ছেদন ভিন্ন ধর্মের সমাজে প্রচলিত আছে। তাই অঙ্গবিকৃতি ও ভিন্নধর্মের অনুসরণের জন্য তেমন করা বৈধ হবে না। তাই এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত।

Bibliography

Al- Qurān al-Karīm

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ashath al Sijistāni. 1997. *Sunan.* Beirut: Dār Ibn Hazm.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muḥammd ibn Ismā‘īl. 2002. *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Sahīh*. Damascus: Dār Ibn Kathīr.

Al-Islāmiyyah, Wajāratul Awqāf wa al-Shuūn. 1989. *Mausuat al-Fiqhiyyah al-Kuaitiyyah,* Kuait: Wajāratul Awqāf wa al-Shuūn al-Islāmiyyah.

Ibn Manjūr. 1993. *Lisān al-Arab,* Beirut: Dār al-Sadir.

Al-Askalānī, Ibn Hajar. 2005. *Fath al-Barī*, Riyadh: Dāru Tayyibah.

Al-Bahūtī, Mansūr Ibn Yūnus al-Hanbalī. 2009. *Kashf al-Kinā an Matn al-Iqnā*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Buzairimī, Sulaymān ibn Muhammad. 1996. *Al-Buzairimī Alā al-Khatīb,* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Ghazālī, Abū Hāmid. 1999. Ehyāu Ulūlm al-Dīn, Cairo: Dār al-Fazr Li al-Turāth.

Ibn al-Jawzī, Abū al-Faraz abd al-Rahmān ibn Alī. 1985. *Ahkām al-Nisā,* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Jawziyya, Shamsuddīn Muhammad ibn Abū Bakr Ibn Qayyim. 1983. *Tuhfāt al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Khurashī, Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn ‘Alī.1997. *Hāshiyat Al-Khurashī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl.* Beirut: Matbaa‘ Muḥammad ‘Alī Baidūn.

Al-Kulaynī, Muhammad ibn Ya'qūb. 1367 SH. *Al Kāfī,* Tehran: Dārul Kutub al-Islāmiyyah

Al-Madanī, Dr. Ijdihār bint Mahmūd ibn Sābir. 2002. *Ahkāmu Tazmil al-Nisā fī al-Sharīah al-Islāmiyyah,* Riyadh: Dār al-Fadīlah

Al-Maqdisī, Ahmad Ibn Qudāma. 2016. *Mukhtasar Minhāz al-Qasidin,* Beirut: Dār al-Arqam ibn Abū al-Arqam.

Al- Nasāī, Abū Abd al-Rahmān Ahmad ibn Shuaib ibn Alī. N.D. Al-*Sunan,* Riyadh: Maktaba al-Maarif Li al-Nashr Wa al-Tawji.

Al-Shāmī, Ibn Abidīn. 2003. Riyadh: Dār Alam al-Kutub.

Al-Shirbīnī, Shamsuddīn Muhammad ibn Al-Khatīb. 1997. *Mughnī al-Muhtāz Ilā Marifah Maānī al-Alfāz,* Beirut: Dār al-Marifah.

Al-Shirwānī, Abdul Humād and Ahmad Ibn Qāsim al-Ebādī. 2015. *Hawāshī Al-Shirwānī and Ibn Qāsim al-Ebādī alā Tuhfat al-Muhtaji Bi Sharh al-Minhā*j, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah

Al-Sulaimān, Nāsir Ibn Fahd. 1998. *Majmu Fatāwā wa Rasāil Fadīlah al-Shykh Mhammad bin Sālih al Uthaimīn,* Riyadh: Dār al-Tgurayya Li al-Nashri wa al-Taoji.

Al-Tirmidhī, Abū ʻIsā Muḥammad Ibn ʻIsā. 2000. *Al-Sunan*. Riyadh: Maktabat al-Maʻārif.

Baliavī, Abul Fazal Abdul Hafīz. 2003. *Misbahul Lughat*, Translated by: Habibur Rahman Munir Nadawi, Dhaka: Thanwi Library.

Dīk, Naqā Imād Abdullah. 2010. "*Ahkāmu Jinati Wazhi al-Marah fi al-Fiqh al-Islami*". M.Phil Thesis. Al-Najah National University Palestine.

Hawass, Zahi. 2016. *Canning the Pharaohs : CT imaging of the New Kingdom Royal Mummies*, Cairo: American University of Cairo Press.

Ibn Kathīr, Imāduddin. 1997. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah,* Egypt: Dār Hijr Islamonline. 2019. Accessed July 20, 2019. https://fatwa.islamonline.net/10317

Mansūr, Dr. Muhammad. 1999. *Al-Ahkām al-Tibbiyyah al-Mutaalliqah bi al-Nisā fi al-Fiqh al-Islāmī, Jordan: Dār al-Nafais.*

Mantra, M. 2019. "Nose Rings for Hindu Girls- Religion and Cultural Practices and Beliefs" medium.com, July 15, 2019. https://medium.com/@info.migrationmantra/nose-rings-for-hindu-girls-religion-and-cultural-practices-and-beliefs-d56294bd7f5a

Mish, Frederic C. (Editor). 2004. *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary: Eleventh Edition*, USA: Merriam-Webster's, incorporated

Pitts- Taylor, Victoria (Editor). 2008. *Cultural Encyclopedia of the Body,* London: Green Wood Press.

Rauf, Don. 2019. *The Culture of Body Piercing*, New York: Rosen Publishing Group.

Shykh Nijām N.D., *Al-Fatāwā al-Hindiyyah,* Beirut: Dār al-Fikr

Thorpe, JH. 2019. "The Surprising History of Piercings" www.bustle.com, July 15, 2019. https://www.bustle.com/p/the-surprising-history-of-piercings-58085.

Winge, Theresa M. 2012. *Body Style*, London: Berg.